দৈনিক

ইনকিলাব

তারিখ : 23 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

জনগণের কল্যাণে ধর্মের উপদেশ পৌছে দিতে হবে

সরকার ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে : প্রধানমন্ত্রী

□ বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেউ যাতে মানবাধিকার লংঘন করতে না পারে অথবা ইসলামের নামে ভুল না করে তার জন্য সর্বসাধারণের কাছে ইসলামের মর্মবাণী পৌছে দিতে দেশের আলেম-ওলামাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'জনগণ যাতে সঠিক পথ বেছে নেয় এবং অবিচার, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে তার জন্য তাদের মধ্যে ধর্মের উপদেশ পৌছে দিতে আপনাদের (আলেম-ওলেমা) প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।' প্রধানমন্ত্রী গতকাল সকালে নগরীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ইমামদের জাতীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১২-এ ভাষণ দেয়ার সময় এ আহ্বান জানান। ইসলামকে শান্তি, সম্প্রীতি ও সংহতির ধর্ম উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, এই পবিত্র ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করা সকলের কর্তব্য। তিনি বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে

পৃঃ ২ কঃ ৬

সরকার ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ইসলামের নামে ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। তিনি আরো বলেন, 'তারা তাদের কৃত অপরাধের দায় অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায়।' শেখ হাসিনা পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, ১৯৭১ সালের দস্কৃতকারীদের বিচার অবশ্যই সম্পন্ন করা হবে। তিনি বলেন, এমনতো হতে পারে না যে, বাংলার মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি আরো বলেন, 'কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী পরবর্তী সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়।' শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহারেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার করেছে। তিনি বলেন, এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত একজন আসামির বিরুদ্ধে ইতোমধ্যেই রায় ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অন্যতম শিক্ষা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার সরকার বিশ্বাস করে যে, মানুষের ধর্মীয় মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা দেয়া সরকারের দায়িত্ব। তিনি আরো বলেন, 'এই লক্ষ্যে আমরা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আলেম-ওলামাদের জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করছি।' ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমান সরকার এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ড পুনরায় শুরু করেছে। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার প্রকল্পটি বন্ধ করে দিয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের কল্যাণে তার সরকার একটি ইমাম এবং মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছে। এ ট্রাস্টের আওতায় বয়স্ক ইমামদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন; ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্য দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমরা ধর্মীয় শিক্ষকের একটি পদ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং কওমী মাদরাসা থেকে পাস করা আলেম-ওলামাদের কওমী সনদপত্র দেয়ার জন্য কওমী মাদরাসা ও শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, হজ্ব ব্যবস্থাপনায় তার সরকার নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করেছে এবং গত বছর রেকর্ডসংখ্যক ১ লাখ ১০ হাজার হজ্বযাত্রী বাংলাদেশ থেকে হজ্ব পালন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধুর সরকার ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ব ইজতেমার জন্য তুরাগের তীরে জমি বরাদ্দ দেন। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করেন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন। ধর্মবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী আলহাজ অ্যাডভোকেট এম শাজাহান মিয়ার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী হাবিবুল আউয়াল এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক শামীম মোহাম্মদ আফজালও বক্তৃতা করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষিত ইমামদের মধ্যে চেক, ক্রেস্ট ও সনদপত্র বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী ৭৩টি দেশের হাফেজদের মধ্যে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা প্রথম স্থান অর্জনকারীদের অন্ধ হাফেজ তানভীর হোসেন ও সাআদ সুরাইদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। এ উপলক্ষে দেশ ও জাতির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন মোনাজাত পরিচালনা করেন।